

ছবিতে ইসলাম চেনা

‘চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি’।



নাসরুম মিনাল্লাহী ওয়া ফাতহুন কারিব- আল্লাহর সাহায্য আসছে বিজয় অতি নিকটবর্তি।



বাবা হও হজরত ইব্রাহীমের মত।
আল্লার পথে সন্তান কোরবাণী।



স্পেইনে মুসলিম সভ্যতা

Muslim Terrorists Attack Indian Business Capitol Mumbai





Best Clue



যাদের কপালে উদ্ভাসিত নূরে মোহাম্মদী



মুহাম্মদ ইব্রাহিম সালেহ্



মুহাম্মদ শেখ খালিদ



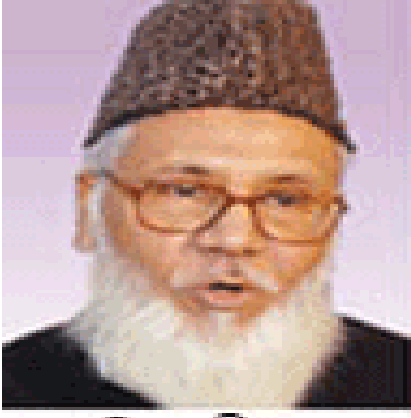
মুহাম্মদ আতাক



মুহাম্মদ ইব্রাহীম আল্ মুগাসী



হজরত উসামা-বিন লাদেন



নিজামী



আমিনী



চরমোনাই পীর



মুফতি হামজা



আল্ জাওয়াহরী



নূর হাসেম আমরজি

এই লেখাটা যখন তৈরী করি তখন আমার এক বাল্যবন্ধু মোর্শেদ পাশে বসে ছবি গুলো দেখছিল। সাংঘাতিক ধার্মিক মানুষ। আমার ছোটবেলার সাথী। একসাথে বড় হয়েছি। ইংল্যান্ডের এক ইউনিভার্সিটি থেকে সোসিওলজির ওপর ডিগ্রী নিয়ে সরকারী কাজ করে। মনে আছে ‘How Society Works’ এবং ‘Welfare Rights’ এই Module দুটির Assignments তৈরী করে আমাকে দেখিয়েছিল। লক্ষ্য করলাম Assignment এ কার্ল-মার্কস, ভেইবার, ডারকাইম এর প্রচুর উক্তি তোলে ধরেছে। কিন্তু আমার বন্ধু দাঙ্গিক-বস্তুবাদে বিশ্বাস করেনা। বলে দাঙ্গিক-বস্তুবাদে বিশ্বাস করা আর আল্লাহর অস্তিত্ব অবিশ্বাস করা একই কথা। গেল শবে-বরাতে রাত্রে আমাদের মসজিদে, রমজান মাসে সুরে তারাবীহ্, না খতমে তারাবীহ পড়ানো হবে নিয়ে বিবাদ বাঁধলো। বিবাদ যখন কিল-ঘুঘির পর্যায়ে পৌঁছিল আমার ধার্মিক বন্ধুটি তড়িঘড়ি করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসলো। বল্লো- ওসব আমার ভাল লাগেনা। সব গুলো মুসল্লী দাদা-দাদীর শেখানো ইসলাম নিয়ে মসজিদে যায়, আর ইমাম সাহেবগণ হচ্ছেন বাজারের অলিতে-গলিতে পাওয়া সিকি দামের ইসলামী বই পড়ুয়া এক টাকা দামের মোল্লা।’ আমি বললাম- শুনেছিতো দু-জন ইমামই টাইটেল পাশ মোলানা আর বিশেষ করে রমজান উপলক্ষে কোরাণে হাফিজ দু-জন যুবক দূর এক শহর থেকে আনা হয়েছে। এতদিন যাবৎ যখন এঁদের পেছনেই নামাজ পড়ে আসছো, পূর্বের নামাজ গুলো যদি কবুল হয়ে থাকে সামনের নামাজ ও কবুল হবে, রাগ সাগ করে লাভ নেই। আল্লা আল্লা করে তাঁদের পেছনেই খাড়া হয়ে যাও।’ আমার বন্ধুর রাগ করার যতেষ্ট কারণ আছে। সে ডেমোক্রেটিক ইসলাম পহি মডারেইট ইসলামিষ্ট। আমার চৌদ্দগোষ্ঠির কেউ কোনদিন এমন ইসলামের নাম শুনেনি। সে বল্লো, কোরাণে হাফিজ হলেতো আর কোরাণের অর্থ, কোরাণের মর্মবাণী বুঝা যায়না। জিজ্ঞেস করলাম-

- ওপরের ছবিগুলোতে নবী মোহাম্মদের (দঃ) বা কোরাণের মর্মবাণী শুনতে পাও?

- ওপরের ছবিগুলোর সাথে নবী মোহাম্মদ (দঃ) বা কোরাণের কোনই সম্পর্ক নেই। আর আপনি যে উদ্দেশ্যে Clue দিয়ে দিয়ে ছবিগুলো সাজিয়েছেন আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তার উল্টো।
- আসল ব্যাপারটা কি?
- ছবিগুলো বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটিত ঘটনার। প্রথমত ওগুলো কোন সন্ত্রাসী ঘটনা নয় বরং তা বঞ্চিত লোকের সাধিকার আদায় বা স্বাধীনতা সংগ্রাম। দ্বিতীয়ত যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে মনে হচ্ছে তারা বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কিছু মিস্-গাইডেড লোক। আর তৃতীয়ত ছবিতে দেখছি কিছু লোক যারা কোরআনের অপব্যাক্যকারী। সুতরাং ওপরের ছবিগুলোর সাথে আল্লাহ, মোহাম্মদ (দঃ), কোরআন, হাদীস বা আসল ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ওগুলো কোন ইসলামী জিহাদ নয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম আর মোহাম্মদ (দঃ) হলেন রাহমাতুল্লিল আ-লামীন অর্থাৎ সারা বিশ্বের রহমত।

মোর্শেদ চলে যাওয়ার পর অনেকে ভাবলাম আল্লাহ, মোহাম্মদ (দঃ), কোরআন, হাদীস বা আসল ইসলাম চেনার উত্তম উপায়টা কি? একটা হাদীস মনে পড়লো- **আল্ উলামা-উ- ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া**-আলেম সমাজ নবীগণের প্রতিনিধি। অর্থাৎ আল্লাহকে চিনতে হলে নবীগণকে চিনতে হবে আর নবীগণকে চিনতে হলে আলেমগণকে চিনতে হবে। সুত্রটা মোটামুটি সহজ। যেমন কবি বলেন-

‘আল্লাহকে চিনতে হলে মোহাম্মদকে চিন-----’।

ফকির লালন শাহ্ বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে ভুল করেননি-

**যে-ই মুর্শিদ সে-ই তো রাসুল / ইহাতে নাই কোন ভুল, খোদা ও সে হয়
ফকির লালন কয়না এমন কথা / দলীলে কয়, একথা দলীলে কয়
পাড়ে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়।**



রাশিয়ার বেসলান স্কুলের বোনহারা এক ভাইয়ের চোখের ভাষা।

মা-গো আমার শোলকবলা কাজলা দিদি কই?